ABSTRACT

গবেষণাপত্রের নাম: লেখার কাজ : শ্রমসময়ের অ(ন)ভিজ্ঞতা ও লেখকের কথা।

গবেষকের নাম : দেবরাজ দাশগুপ্ত।

তত্ত্বাবধায়ক : অনির্বান দাশ।

লেখার কাজের প্রধানত দুটি দিক - একটি হল প্রকাশ এবং অপরটি হল সম্বন্ধ। এই দুটি দিককে নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা চলে। বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাব - নানাভাবে এই দুটি দিককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকাশ যখন নির্দিষ্ট-রূপে সম্বন্ধে উপনীত হতে সক্ষম হয়, তখনই যেন এক অর্থে লেখার কাজ তার সম্ভাব্য পূর্ণতা লাভ করে। কার প্রকাশ? লেখক, লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন এবং সেই সূত্রে তার পাঠকের সঙ্গে সম্বন্ধ রচিত হয়। পাঠক সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে সম্পর্কিত করবার প্রয়াস করেন এবং সেই সূত্রে যেনবা তিনি লেখকের সঙ্গে একভাবে সম্পর্কিত হন। এই প্রকাশ ও সম্বন্ধের খেলা - অবভাস বিদ্যার পরিভাষায় আত্ম ও অপরের সম্বন্ধের সন্দর্ভ। কিন্তু প্রকাশ ও সম্বন্ধের কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা গত আছে কি? কোন একটি পথ ধরে চললে তবে এই কার্য সম্পন্ন হবে? কোন সমীকরণ আছে কি? না, তেমন কোন নির্দিষ্ট পথ নেই। প্রাচীন কাল থেকেই নানাবিধ আলোচনা আছে, মতান্তর আছে, দর্শন, তর্ক, বিতর্ক আছে। এই ধরণের আলোচনাগুলিকে আমরা - নন্দনতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব বা শিল্প-তত্ত্ব বলে থাকি। এই সকল আলোচনার মধ্যেই প্রধানত সাহিত্য ও শিল্পের যাথার্থ্য বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কাকে সাহিত্য বলব, কাকে বলব না - কোন লেখা সাহিত্য এবং কোন লেখা সাহিত্য নয় – তার ভিত্তিই হচ্ছে এই ধরণের আলোচনার মহাফেজখানা।

তাহলে অন্যদিক দিয়ে দেখলে - সাহিত্য রচনার কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পাচ্ছি, যা অন্যকাজের ক্ষেত্রে আছে কিনা সেটা বোঝা যাচ্ছেনা। সাধারণ নিত্য-নৈমিত্তিক সাহিত্যের ধারণায় – সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিকের কাজের মধ্যে যে পার্থক্য আমরা খুঁজে পাই – সেই পার্থক্যের কিছু ভিত্তি উপরের আলোচনায় আমরা খুঁজে পাচ্ছি। এই ধরণের বিশেষত্ব সূচক অনিশ্চয়তার সূত্র ধরেই - সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে লেখকের এমন একধরণের সমস্যার দেখা পাওয়া যাচ্ছে, যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার থেকেও বড় কথা, সেই সমস্যাটি নিজেই, অন্যান্য আরও অনেক প্রশ্নের দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যায়। সমস্যা হল, সাধারণ অর্থে - শ্রমের মূল্য পরিমাপ বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে, একজন চাষি বা মজুর এমনকি একজন কেরানীর শ্রমকে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করে ফেলা সম্ভবপর হলেও, একজন শিল্পী বা লেখকের শ্রমকে কি পরিমাপ করতে পারা সম্ভব হচ্ছে? কারণ তার সাহিত্যিকের শ্রমের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা আগেই অনুমান করতে পারছি – যা অন্য কাজে নেই। তাহলে একটি পরিমাপ বিজ্ঞান দিয়ে দুধরণের কাজকে বিচার করছি কেমন করে? অন্য দিক দিয়ে ভাবলে -

সাহিত্য বা শিল্পের কাজের ক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য পরিমাপের যে সমস্যা – সেই সমস্যা কি আসলে, সার্বিক অর্থে কাজের ক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য পরিমাপের যে বিজ্ঞান তার সীমাবদ্ধতাকেই প্রশ্ন করে ফেলছে? তাহলে সেই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আমরা কিভাবে বৃহত্তর অর্থে কাজের দর্শন বিষয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারি? প্রকারান্তরে, 'লেখার কাজ' বিষয়ে, আরও নিশ্চিতভাবে কয়েকটি ধারণায় উপনীত হতে পারি ? এই চিন্তার অনুষঙ্গেই, মৌলিক একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে - আমরা তাহলে কিভাবে বুঝতে সক্ষম হই যে – কোন লেখাটি প্রকৃত অর্থে সাহিত্য এবং কোনটি অসাহিত্যিক লেখা? সমস্ত লেখার মধ্যেই তাহলে কি সাহিত্য হয়ে ওঠার বা অন্য অর্থে – লেখার সংকীর্ণ ব্যবহারিক সীমানা অতিক্রম করে, বৃহৎ পরিসরে উন্মীলিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়না?

যে সম্ভাবনার বিষয়ে আমরা আপাতত চিন্তিত হচ্ছি, সেই সম্ভাবনা বা যদি তাকে একধরণের অসম্ভাব্যতা হিসেবেও চিহ্নিত করি – তার প্রতি সচেতন হওয়ার ক্ষেত্রেও, সেই পথ অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই লেখকের বেশকিছু গুণাগুণ ও অভ্যাস ও মতাদর্শের প্রয়োজনীয়তা আছে? নানাবিধ ব্যাখ্যায় তা নানারকম সন্দেহ নেই। কিন্তু একভাবে বললে - একটি বিশেষ ধরণের সচেতনতা বা প্রস্তুতি ছাড়া কি আদৌ লেখক হওয়া সম্ভব? সাধনা ছাড়া কি সাহিত্য সম্ভব? এই বিতর্কে - অনেক সময়, নানামুণির নানা মত আমরা দেখতে পাই। কেউ কেউ বলেন, লেখকের যদি যথাযথ জীবন-অভিজ্ঞতা, জীবন-যাপন, যাপিত-অভিজ্ঞতা না থাকে – তাহলে তার পক্ষে সাহিত্য লেখাই সম্ভব নয়, বাজারি কিছু উৎপাদন করে, ফাটকা হাততালি পেলেও, সেই লেখা আসলে সাহিত্য নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, বাজার কি একেবারেই বাতিল করে দেওয়ার জিনিস নাকি? বাজারে প্রতিষ্ঠা না পেলে, ব্যক্তিগত ভাবে কে কি লিখল, তা ডায়েরি হতে পারে কিন্তু তা কখনই সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারেনা, একটা বিশেষ মানের লেখা না হলে – বাজার কখনই তাকে স্বীকৃতি দিতে পারেনা। কেউ কেউ মনে করেন, অভিজ্ঞতা দিয়ে আদৌ লেখা হয়না, আসলে সবটাই লেখার গণিত, আঙ্গিক গত, সাহিত্যের রূপ-রীতি গত ব্যাপার – সেসব না জেনে, সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে সচেতন না হয়ে লিখতে গেলে, কখনই যুগান্তকারী সাহিত্য রচনা করা সম্ভবপর নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, লেখা কি আর কেউ ইচ্ছে করে লিখতে পারে – লেখা আসে। সৃষ্টি আসলে, অনেকটা প্রসব বেদনার মতন – না সৃষ্টি করলে সেই বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়না। অথচ সাধারণ ভাবে ভাবলে, লেখা তো আর পাঁচটা কাজের মতই একটা কাজ, কেরানীদের মতই লেখকেরা কাগজে বা টাইপরাইটারে কিংবা কম্পিউটারে বসে বসে লেখেন, সেই লেখা অন্তর্জালে বা দোকানে প্রকাশিত পুস্তক আকারে বিক্রি হয় এবং সেটা একজন পাঠক দাম দিয়ে কেনেন, কিনে চোখ দিয়ে পাঠ করেন – মোটাদাগে এর বেশি আর কোন কিছু হয় বলে সচরাচর শোনা যায়না। তাহলে কি সত্যিই লেখকের নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা থাকে, যা অ-লেখকদের থেকে ভিন্ন? তাহলে অভিজ্ঞতা ছাড়া কি লেখা হয়না?

আমাদের গবেষণায় এই প্রশ্নগুলিকে আমরা স্বাভাবিক ভাবে মূল কয়েকটি ধারণায় ভেঙে নিয়ে আলোচনা করেছি। এক হল – লেখকের অভিজ্ঞতা। দুই- সাহিত্যের সংরূপ। তিন – সম্বন্ধ বা সাহিত্যের মূল্য। চার – ভবিষ্যচেতনা বা জীবনদর্শন বা নীতি-রাজনৈতিকতা। মূল বক্তব্যটি খুব পরিষ্কার – লেখার কাজ একটি 'কার্য-ঘটনা', যা সম্পূর্ণরূপে

লেখকের অভিজ্ঞতার উপরেও নির্ভর করেনা আবার লেখার আঙ্গিক বা সংরূপ বা রীতির উপরেও নির্ভর করেনা। একজন সাহিত্যিক লেখার কাজের মধ্যে দিয়ে, লেখার সংকীর্ণ অর্থনৈতিক সীমানাকে লঙ্ঘন করে – লিখনের সাধারণ অর্থনীতির দিকে ধাবমান হয় এবং তার এই কাজের মধ্যে সে সাহিত্যের এককত্ব এবং তার দার্শনিক সামান্যতার ধারণা কোনটিকেই সে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে যায়না, সাহিত্যের এককত্বের মধ্যে দিয়েই যেন দার্শনিক সামান্যতার উন্মোচন চলে তার কাজে। এই কাজকে যেহেতু লেখকের অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বেঁধে ফেলা চলেনা, সেই হেতু এ যেন একধরনের অনভিজ্ঞতা, অসম্ভাব্যতা। আবারও বলি – এই কারণেই লেখার কাজকে লেখকের অভিজ্ঞতা বা সাহিত্যের বা লেখালিখির সংরূপ, রীতি, কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধরে ফেলা বা বেঁধে ফেলা সম্ভবপর হয়না, লেখকের শ্রমের পরিমাপ, একভাবে পরিমিত হয়েও রয়ে যায় অপরিমেয়। সেই ধারণাকে স্মরণে রেখেই আমাদের গবেষণার মূল বক্তব্য লেখার কাজ আসলে শ্রম-সময়ের একধরণের অ(ন)ভিজ্ঞতা। যে অ(ন)ভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত, সংকীর্ণতা থেকে উন্মীলন এবং নীতি-রাজনীতি, জীবনদর্শন তথা ভবিষ্যচেতনার প্রশ্ন। লেখকের আত্মের উন্মোচন এবং অপরের তরে কর্তব্যপরায়ণ ও নিমন্ত্রক বা আহ্বায়ক হয়ে ওঠার প্রসঙ্গ। সচেতন জীবনদর্শন বা জীবন-অভিজ্ঞতা ছাড়া লেখক হওয়া সম্ভবপর নয় কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও তার প্রকাশেই লেখার কাজ থেমে থাকেনা - অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা ও কাজের সংকীর্ণ সীমানাকে লঙ্ঘন করে অপরের প্রতি আহ্বায়ক হয়ে ওঠা এবং পরিশেষে যেন একভাবে অপরের সঙ্গে অসম্ভব সম্বন্ধে মিলিত হওয়ার মধ্যে দিয়েই লেখার কাজ, সাহিত্য সৃষ্টির কাজ পূর্ণতা লাভ করে থাকে।